

লাইলাতুল কদর

জামিলুল বাসার

আরবী ‘লাইল’ অর্থ রাত, অন্ধকার, শর্বরী বা বর্বরতা, জাহিলিয়া, অবক্ষয় বলা যায়। ‘অন্ধকার’ দ্ব্যর্থবোধক বা রূপক কোন অর্থেই ‘কু’ ছাড়া ‘সু’ অর্থে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় না।

আরবী ‘কাদর’ অর্থ: শ্রেষ্ঠ, মহান, শক্তিমান, ক্ষমতাবান, গভীর, সর্বোচ্চ, বিভৎস, অমানিশা, দুর্ধর্ষ, চূড়ান্ত, চরম ইত্যাদি ‘সু’ বা ‘কু’ যে কোন পক্ষের শ্রেষ্ঠতম পর্যায় বা অবস্থা বুঝায়।

শরিয়তের বিশ্বাস শবে বরাত মতান্তরে শবে কদরের রাতে আল্লাহ ৭ম আসমানের উর্ধ্বে তার বসত বাড়ী থেকে ৪ জন ফেরেস্তার ঘাড়ে চড়ে ১ম মতান্তরে ২য় আসমানে ক্ষমা/ছোয়াব ফেরী করতে এসে চীৎকার করে বলতে থাকেন, ‘ওহে! কে আছে! আমার ক্ষমা গ্রহণ করবার!’ (দ্র: হাদিস)।

উল্লেখিত রাতদ্বয়কে নিয়ে শরিয়ত এখনও সন্দেহ, সংশয়ের মধ্যে আছে; কখনও বা দুটোকে এক করে ফেলেন। তবে সাধারণভাবে পার্থক্য করতে গেলে এই পাওয়া যায় যে, শবে বরাতের রাতে তায়-তদবির ও সুপারিশে আগামী বৎসরের ভাগ্য বা বাজেট লেখা হয়; অন্যদিকে এও বিশ্বাস যে, শিশুর জন্মক্ষণেই সারা জীবনের তগদীর লিখে দিয়েই দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং যা খড়ানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আনুমানিক মাত্র ৪০ দিনের মাথায় (অর্থাৎ শবে বরাত থেকে শবে কদরের দূরত্ব ৩৫ থেকে ৪০ দিন) আল্লাহর বাজেটের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি/অনাস্থা প্রকাশ করে ভাগ্যের লিখন খড়ানোর জন্য কথিত কদরের রাতে রিক্ত হস্তে দান (ঘুষ)! সুপারিশ! অতঃপর নন ভায়োলেসন সংগ্রাম! আল্লাহর দপ্তর মসজিদ ঘেরাও করেন।

এই ত্রিমুখী বিশ্বাসের সামগ্রিক অর্থ দাড়ায়: খৃষ্টানদের একটি উপদলের মতই ইসলামী (!) শরিয়ত ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী, অর্থাৎ:

১. ১ম আল্লাহ জন্মের সময় ভাগ্য বা তগদীর লিখে দেন।
২. ২য় আল্লাহ শবে বরাতে ভাগ্য লিখেন।
৩. ৩য় আল্লাহ শবে কদরে ভাগ্য লিখেন বা সংশোধন করেন।

একক আল্লাহতে বিশ্বাসী হলে ঐ ত্রৈ বিশ্বাস আলবৎ কুফুরী ও শেরেকী মনে হয়! শরিয়ত প্রকৃত পক্ষেই যে সমূহ মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে তা ৯৯ ভাগ দলিল প্রমানের মধ্যে ইহাও অন্যতম প্রমান। মুসলিম দাবি করতে চাইলে অবশ্যই এই ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের আসু অবসান হওয়া দরকার।

দেশ বা সমাজ যখন আইন, শৃংখলা, ন্যায় নীতি ইত্যাদির চূড়ান্ত অবক্ষয় হয় তখন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শেষ উপায় হিসাবে সাধারণত মার্শাল ল জারি হয়। দেশের আনাচে কানাচে সৈন্য পাঠিয়ে ধুরন্ধর, প্রতারক, দোষী, অন্যায়কারীদের ধড়-পাকড় করে স্থায়ী শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত (আলো বা ভোর হওয়া পর্যন্ত) নিরীহ জন জীবনে সাময়িক শান্তি নিশ্চিত করা হয়। ফলে দাগী ভোগীদের উপর নেমে আসে চরম বিপর্যয়, অন্ধকার, হাহুতাস! পক্ষান্তরে কিছুটা হলেও নিরীহ সাধারণের উপর নেমে আসে শান্তি।

মহা মানব বা নবী রাছুলদের আগমণও অবিকল এবং একই কারণে; কোরানে তার ভূরি ভূরি সাক্ষি বর্তমান।

আল্লাহকে অস্বীকার করেও যদি দেশ বা মানব সমাজ প্রধানত মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য, পেট ও পিঠের ভোগের সমাধিকারে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো তবে নবী রাছুল আসার প্রয়োজন হতো না, প্রয়োজন হতো না তালা-চাবি ও বোমা বন্দুকের।

এমন একটি কাল্পনিক সমাজের সঙ্গে আজকের সমাজের চরম উৎকর্ষতার (!) যুগের তুলনা করলে ভাবুকগণ লজ্জিত হন। তবে এমন সামাজিক ব্যবস্থা কক্ষিণ কালেও হবার নয়। কারণ মনুষ্যজাত ভিদ্-উদ্ভিদ, সাপ-সরিশূপ, শূওর-বানরের রক্তের উত্তরাধিকারী সূত্রে বিবর্তিত শ্রেষ্ঠ পশুজাত। এ জাতের দেহ মাথায় পিছনের যাবতীয় পশু-পক্ষির রক্ত ও চরিত্র বিদ্যমান (থিওরী অব ইভলিউশন) হেতু ক্ষণে ক্ষণে এক একটি পশুর চরিত্রই প্রকাশ পায়। কালে ভদ্রে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশীয় অশিক্ষিত কুকুরের চরিত্রই প্রধানত শিক্ষিত বিশ্ব জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

যা বলতে চেয়েছিলাম। মহা মানবদের আবির্ভাব হয় মহা অবক্ষয় ও বিপর্যয় ক্ষণে। সকল নবীদের বা পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে শতভাগ মানুষ এই সত্যের প্রমাণ পায়।

চরম অন্ধকার যুগে, চূড়ান্ত বর্বরতার যুগে, ধ্যান-ধারণা, আইন-শৃংখলার চরম অবক্ষয়, অবনতির যুগের উদ্ধারকল্পে মোহাম্মদ ও মহিমাম্বিত কোরান সংবিধান নাজিল হয়েছে; এতে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। কোরান তথা অহি রাতে কিংবা দিনে নাজিল হওয়ার পিছনে কোন রকম পার্থক্য বা অন্য কোন গুরুরহস্য নিহিত আছে বলে মনে হয় না। রাত বা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ কি চায়! চায় মুক্তি, চায় আলো, জ্ঞান; যা ১৪শ বৎসর পূর্বেই দেয়া হয়েছে। অতএব, আমাদের আলেম, আল্লামাদের উচিত বোখারীদের ফাঁদ মুক্ত হয়ে বিশাল জ্ঞান ও উদার পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে, চরম ধৈর্য সহকারে “ছুরা কাদর” সম্বন্ধে গভীরভাবে গবেষণা করা।

হাদিস বলে:

‘ওবায়দা [রা] বর্ণনা করেন: একদা হযরত মুহাম্মদ [সা] লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে জ্ঞাত করাবার জন্য স্বীয় গৃহ থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে দুইজন মোসলেম ঝগড়া করছিল তখন রাহুল্লাহ [সা] ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, “আমি লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করাবার জন্য আসছিলাম কিন্তু অমুক ব্যক্তিদ্বয় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়াতে আমার নিকট থেকে সেই অহি দ্বারা প্রাপ্ত এলেম উঠিয়ে লওয়া হয়েছে এবং পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয় নি।” একথা শুনে ছাহাবীগণ অনুতপ্ত হলেন। তাই রাহুল [সা] বললেন, “সেই এলেম ফিরিয়ে দেয়া হয় নি সত্য কিন্তু [কদরের নির্দিষ্ট তারিখ] এই শুভ রত্ন ও বরকত হতে বর্তমানে বঞ্চিত হতে হলেও আগামীতে তোমরা সতর্ক হয়ে চললে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হয়ে উন্নতির ও উর্ধ্বগতির উপায় ও পথ পেতে পার। সকলে নিরলস ভাবে ও সতর্ক চিন্তে রমজানের ২৫, ২৭, ২৯ তারিখ রাতে লাইলাতুল অন্বেষণ কর।-- উহার মধ্য থেকেই কোন একটি রাত লাইলাতুল কদর হবে।’ [সূত্র: বোখারী; শায়খ আজিজুল হক; ১ম খন্ড. পৃ: ৬]

বিশেষ করে আমরা সুন্নী মোসলেমগণ বোখারীদের উপর শতভাগ বিশ্বাস রেখে নির্দিষ্ট রাতটি পাওয়ার জন্যে আজ প্রায় দেড় হাজার বছর যাবৎ চেষ্টা করে যাচ্ছি। শরিয়তের মতে কত আউলীয়া, গাউস, কুতুব, পীর, মুফতি, আল্লামা মোজাদ্দেরসহ বিশ্বের কোটি কোটি নারী পুরুষ যুগ যুগ ধরে আমরণ চেষ্টা করে যাচ্ছি; রাতের পর রাত জেগে জেগে কত কান্না-কাটি, আহাজারী, সাধন ভজন করেও অদ্যাবধি মাত্র ৩টি রাতের মধ্য থেকে উল্লেখিত রাতটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি! পক্ষান্তরে, রাতটির জানা পরিচয় নেই, অথচ উহার ফজিলত সম্বন্ধে বছর বছর নির্দিষ্ট মওসুমে বই পুস্তক ও পত্রিকাগুলোতে বড় বড় আলেম অধ্যাপক, পীর মোর্শেদগণ এমন দরদ দিয়ে লেখেন, পড়লে মনে হয় যেন তারা সরাসরি অহি প্রাপ্ত হয়েই লেখেন।

হাদিসটির আলোকে, যখন দু’জন মোসলেম তথা ছাহাবার পরস্পর ঝগড়ার কারণে স্বয়ং আল্লাহ গোস্যা হয়ে বিশ্ব মানব কল্যাণের নিমিত্তে প্রদত্ত অহিটি নবীর [সা] কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন!! তখন মহা কবি নজরুল ইসলামের বাণীটি মনে পড়ে, [আটিয়া গাছে মারলাম তীর/চোখ গেলো জ্যাঠার] আর ফেরৎ দিলেন না; দিবেন না বলেই তার সিঁধান্তে অটল থাকলেন! পক্ষান্তরে, সেটি উদ্ধার করার জন্য আল্লাহর নবী [সা] অনুমানের উপর ভিত্তি করে ৩টি তারিখ বলে দিলেন! মতান্তরে ৫টি ও ১০টি তারিখও বলেছেন! অথচ কোরান ঘোষণা করে যে, ‘নবী অনুমান করে কোন কথা বলেন না।’ পক্ষান্তরে কোরানের বিরুদ্ধে বোখারীদের উপর ঈমান এনে আজ প্রায় দেড় হাজার বছর যাবৎ বিলিয়ন মোসলেম অর্থ ও সময় অপচয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধন-ভজন করে চলছেন, কিন্তু আজও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি! অথচ সাগরে একটি সুচ পড়লে বা হাজার হাজার বৎসর পূর্বের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার দিনের তারিখ বিজ্ঞানের আশির্বাদে উদ্ধার করা সম্ভব।

এতে সন্দেহ হয় যে, আল্লাহ আরো গোস্যা হন কিনা! কারণ আমাদের চেষ্টা চরিত, দাবী দাওয়াগুলি আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই তো বটে!! আর ভবিষ্যতে হয়তো বা যদি কখনও ফেরৎ দিতে সম্মত হন, তবে তা কোন নবীর মাধ্যম ছাড়া ফেরৎ দিবেন কিভাবে! কিন্তু সে পথ ও মত শরিয়ত চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। “এই শেষ নবী, নবী আর আসবেন না,” শ্লোগানটি বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাই নিজেরা স্বয়ং ‘আমাদের আল্লাহ’ (মাওলানা) ও ‘নায়েবে রাছুল’ অর্থাৎ রাছুলের সেক্রেটারী খেতাব ধারণ করেছেন। তদুপরি সন্দেহ ও ভয় তাদের দূর হয় নি বলেই ‘খতমে নবুয়াত’ কর্মটি করে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। নবী আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করব; তীব্র প্রতিবাদ করব; দরকার মতে হত্যা করব। অতীতের ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা আমাদের জানাই আছে।

যে কল্পিত ছাহাবা দু’জনের ঝগড়ার কারণে আজ বিশ্ব মুসলিম সমাজ মহারত্ন থেকে চির বঞ্চিত, লাঞ্চিত! সেই অস্পৃশ্য, নাপাক, নরাধম ছাহাবা দু’জনের নাম কি! ঠিকানা কি! কি নিয়ে ঝগড়া করেছিলেন! বংশ ছিল-ছিলায় বর্তমানে কারা বেঁচে আছেন! এ সকল তথ্যাদি সংগ্রহে শরিয়তের নীরব ভূমিকা রহস্যজনক বটে!! পক্ষান্তরে সালমান রুশদী, তসলিমা নাসরীন কোথায় থাকেন, কোথায় ঘুমান, কার কত জন পুরুষ-নারী বন্ধু বান্ধবী আছেন সে সব তথ্য তারা মুহূর্তের মধ্যেই বলে দিতে পারেন!

এবারে লক্ষ্যনীয় কোরানের ঘোষণা:

মা-নানছাখ মিন-- ক্বাদির [২:বাকারা- ১০৬] অর্থ: আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে, তদ-অপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমতুল্য আয়াত প্রদান করি,-- ।

কোরান আরও বলে যে, সু ও কু এই দু’টোর ক্ষমতা দিয়েই মানুষকে পাঠানো হয়েছে, স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়, নিজের ভাগ্য নিজে পবিত্রতন না করলে আল্লাহ তার ভাগ্য পরিবর্তন করে না। এ সকল আয়াতের অনুসরণে ইসলাম ধর্মে শরিয়তের কথিত শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না।

কোরান আরও বলে যে, ‘আল্লাহ-রাছুল মিথ্যুক নন। পক্ষান্তরে শরিয়ত বলে, ‘বোখারী, মোসলেমগণ মিথ্যুক নন।

*